গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

এবং

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৭

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের আওতায় বিগত ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ তিন অর্থ বছরে ৮৯৮টির অধিক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ২৪টির অধিক প্রতিষ্ঠানে সিবিএ (যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি) নির্ধারণ করা হয়েছে। সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিরোধের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত তিন অর্থ বছরে শিল্প সম্পর্ক ও শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ৩২৯০৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশিক্ষণসমূহের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সাধারণ শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শ্রম প্রশাসন, শ্রম আইন, শ্রম মান, শ্রম কল্যাণ, মানবীয় সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত শ্রমিক শিক্ষা কোর্সের দ্বারা প্রশিক্ষানার্থীদের শ্রম আইন, শ্রম স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পারিবারিক বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত তিন অর্থ বছরে বিনামূল্যে ১৯৮৬৯৯ জনকে স্বাস্থ্য সেবা, ৯১৫১৫ জনকে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও সেবা এবং ৩২৫৭৩৬ জনকে চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে শ্রম অধিদপ্তর এর ৫২টি দপ্তরকে ই-নথি কার্যক্রমে অন্তরভুক্ত করে শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়নে কাজ করছে। ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহকে জাতীয় তথ্য বাতায়ন ফ্রেম ওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামক মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান সেবা ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে সহজ করতে তা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

- শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মোপযোগি পরিবেশ সৃষ্টি;
- শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা;
- শ্রমিক কল্যাণের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকল শিল্প কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ধারা বিধিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সাধন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমকে গতিশীল করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনসহ সার্বিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন কার্যক্রম গতিশীল করা;
- শিল্প কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন;
- সকল শিল্প কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে শ্রম বিরোধ দেখা না দেয় সে বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিরোধ দেখা দিলে দ্রুততম সময়ে আইন ও বিধিমতে নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমজীবী মহিলাদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ০২টি ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্তকরণ ও কার্যক্রম চালুকরণ, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, টংগী, গাজিপুর আধুনিকায়ন;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও চিত্ত বিনোদন সেবার সুযোগ বৃদ্ধি;
- অধিক সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

এবং

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২০ সালের ....০৭.... মাসের ..২৮.. তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

শ্রমিক মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, অংশগ্রহণকারী কমিটি তত্ত্বাবধান, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও পরিবেশ, শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও মালিকের শিল্প-সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
২. শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদার করা
৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি ও শ্রম অধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি;
২. শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিমালা প্রয়োগ;
৩. দক্ষ শ্রম জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা;
৪. সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা;
৫. শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান;
৬. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
৭. দেশের সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; এবং
৮. শিল্প কারখানায় ইতিবাচক শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা।